ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৪ ......

ঢা.বি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের মিছিল, সমাবেশ

আইন করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা যাবে না

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ছাত্ররাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল; কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ইউকসু) ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করার ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন গতকাল দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করেছে।

ছাত্রলীগ গতকাল দুপুরে মধুর কেন্টিন থেকে মিছিল বের করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে কলাভবনের প্রধান ফটকে এক সমাবেশে মিলিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি বলরাম পোদ্দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, আইন করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা যাবে না। রাজনীতি করার অধিকার দেশের প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক এবং সাংবিধানিক অধিকার। নেতৃবৃন্দ বলেন, ষাটের দশকে আইয়ুব-ইয়াহিয়া আর পঁচাত্তর পরবর্তীতে জিয়া-এরশাদ যে স্বৈরাচারী ভাষায় কথা বলতেন বেগম খালেদা জিয়াও সেই ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষাঙ্গনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিকার না করে ছাত্রসমাজের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা বাংলার ছাত্রসমাজ কোনোভাবেই মেনে নেবে না। সমাবেশে গৌরবময় ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, যতোদিন দেশ থাকবে ততোদিন দেশমাতৃকার প্রয়োজনে ছাত্ররাজনীতিও থাকবে।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর, জাকির হোসেন মারুফ, অলক বণিক, এ. এইচ এম মাসুদ দুলাল, ঢা.বির সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক হেমায়েতউদ্দিন হিমু প্রমুখ।

দুপুরে মধুর কেন্টিনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ বলেন, জোট সরকার তার ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার মাধ্যমে সারা দেশে স্বৈরশাসন কায়েম করতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্র অবশ্যই ছাত্রসমাজ প্রতিহত করবে।

সমাবেশে সংগঠনের সভাপতি শরীফুজ্জামান শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ নূর আলম, সাহেদুল হক রুবেল প্রমুখ।